

## স্থানীয়দেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিন

প্রতি: ইসিডব্লিউ (এডুকেশন কান্ট ওয়েট)-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

বিষয়: সাম্প্রতিক MYRP II অনুদানের নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং ECW কৌশল এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে পুরো প্রক্রিয়াটি পুনর্বিবেচনার আবেদন।

প্রিয় বন্ধুরা

১. নেসলিহান এবং শর্মিলার সাথে ১৮ নভেম্বর থেকে এই বিষয়ে আমার ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছে। তারা ব্যাখ্যা করেছে কেন MYRP II-তে COAST-এর নেতৃত্বে করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমরাও এই বাছাই প্রক্রিয়ার কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কামনা করেছি। এখন আবার আমরা পুরো প্রক্রিয়াটির কিছু সুনির্দিষ্ট ভ্রান্তি তুলে ধরার জন্য এই আবেদনপত্র পেশ করছি। যেহেতু রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়, তাই আমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি, কারণ আমরা মনে করি এক্ষেত্রে লক্ষ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলোর গুণগতমানসম্পন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অতীব জরুরি।
২. উল্লেখিত যোগাযোগের এক পর্যায়ে ECW দল আমাদের প্রকল্প প্রস্তাবে ৩টি বড় ঘাটতি খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন- (ক) MEAL দুর্বল, (খ) কনসোর্টিয়াম সদস্যদেরকে পুনঃঅর্থায়নের পদ্ধতিটি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় এবং (৩) প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদ্ধতির বিষয়টি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ECW টিম ডেস্ক-ভিত্তিক পর্যালোচনাতেই এসব দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছে, কারণ তারা আমাদের সংস্থা এবং অংশীদারদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বা এমনকি কার্যালয় পরিদর্শন করেননি। আমরা যদি তাদের এই পর্যালোচনা মেনে নেই, তাহলে আমাদেরকে একটি ভুল অবস্থানে দাঁড়াতে হবে। আর তা হলো- তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে কেবল ভালো রচনাশৈলির দক্ষতার উপর ভিত্তি করে, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অফিস পরিদর্শনের ভিত্তিতে নয়। বেশিরভাগ স্থানীয় এনজিওই মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে শক্তিশালী, যদিও তারা প্রকল্প প্রস্তাবনা লেখার ক্ষেত্রে এতটা শক্তিশালী নয়। সুতরাং, আমাদের স্পষ্ট অবস্থান হলো- শুধুমাত্র একটি 'ডেস্ক স্টাডি' কোন তহবিল বরাদ্দের জন্য সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে পারে না।
৩. ECW এর একটি যথোপযুক্ত কৌশল রয়েছে, এমনটাই আমরা এর ওয়েবসাইটে দেখতে পেয়েছি, তারা 'সক্ষমতা এবং স্থানীয়করণ', 'রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে তোলা' এবং 'সামগ্রিক ব্যবস্থা' পদ্ধতির সাথে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। রোহিঙ্গা কর্মসূচির এই তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় এই কৌশলগত দিকনির্দেশগুলি খুব সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। কারণ- (ক) নির্বাচিত তিনটি কনসোর্টিয়ামের নেতৃত্ব থাকা তিনটি প্রধান সংস্থাই আন্তর্জাতিক সংস্থা, তারা খুব কমই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণীদের প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে COAST নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম সদস্যদের, বিশেষ করে তাদের নেটওয়ার্ক CCNF ([www.cxb-cso-ngo.org](http://www.cxb-cso-ngo.org))-এর মাধ্যমে আগস্ট ২০১৭ থেকে এই বিষয়ে প্রধানত সরকারের সঙ্গে অধিপারামর্শ করার এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততাও প্রয়োজন, সিসিএনএফ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা সেবা প্রদানের তুলনায় এই ধরনের সামাজিক সংহতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ইসিডব্লিউ টিম ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে যে অন্য তিনটি কনসোর্টিয়ামের ব্যয় কাঠামোর তুলনায় COAST নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের কম খরচের বলে মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য যে স্থানীয় সংস্থা হিসাবে আমরা কম খরচে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পারি, এটি প্রয়োজনীয় কারণ আমরা অর্থ সহায়তার পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হতে দেখছি। যেহেতু রোহিঙ্গা সংকট একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিণত হয়, তাই ECW-এর উচিত ছিল কম খরচে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপায় অবলম্বন করা, এমন একটি মডেল তৈরি করা উচিত যা শুধুমাত্র কম খরচে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে না, এই বিষয়ে কিছু চেষ্টাও করতে হবে। হয়তো এখানে স্থায়িত্বশীলতার বিষয়ে জন্য কিছু চেষ্টা আছে।
৫. তিনটি কনসোর্টিয়ামে একটিমাত্র স্থানীয় এনজিওকে নেওয়া হয়েছে, বাকি এনজিওগুলি অ-স্থানীয়, দেশের অন্যান্য স্থান থেকে আনা হয়েছে। স্থানীয়করণের মৌলিক সারমর্মই হলো- স্থানীয় এনজিও/সিএসও সংস্থার প্রধান্য ও বিকাশ, কারণ স্থানীয় সংস্থাগুলোর রয়েছে সহজাত জবাবদিহিতার সাথে টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা। এই বিষয়টি গ্র্যান্ড ব্যাগেইন প্রতিশ্রুতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে।
৬. বাংলাদেশী স্থানীয়করণ কর্মীদের একটি প্রধান দাবি হলো যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত নয়, যেহেতু তাদের শক্তিশালী সক্ষমতা আছে, তাদের আন্তর্জাতিক স্তরে, বিশেষ করে তাদের উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত।
৭. সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, আমরা ECW-কে উল্লেখিত নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য অনুরোধ করছি, এবং তাদের প্রথমে একটি অংশীদারিত্ব নির্বাচন নীতি প্রণয়ন করা উচিত, যা দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য এবং মানদণ্ড ভিত্তিক, স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত, এবং এর প্রয়োগ করতে হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে।

রেজাউল করিম চৌধুরী  
নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন  
কো-চেয়ার, সিসিএনএফ